মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ২৩ সংখ্যা	পুরুল্যা	২৩ এপ্রিল, ২০২৪, মঙ্গলবার	১০ বৈশাখ, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 23 Issue	Purulia	23 April, 2024, Tuesday	10 Baishakh, 1431	Price- Rs.3.00	

হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ চলমান লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের এক ঐতিহাসিক রায়ে ২০১৬ সালে নিয়োগ হওয়া ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করা হয়েছে। আজ সোমবার এ রায় দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত হওয়া কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শাব্বর রশিদির নেতৃত্বে গড়া ডিভিশন বেঞ্চ। ২০১৬ সালে চাকরির জন্য ৩০ লাখ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ঘুষের বিনিময়ে ও প্রার্থীদের উত্তরপত্র বা ওএমআর শিট জাল করে চারটি স্তরে চাকরি দেয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক বা শিক্ষিকা এবং গ্রুপ সি ও ডি শ্রেণিভুক্ত আবেদনকারীদের মধ্যে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের নিয়োগ দেয়। এই নিয়োগপ্রক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ জালজালিয়াতিতে ভরা। অভিযোগ আছে, লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে এই চাকরি বিক্রি করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তা ও তৃণমূলের নেতারা। এরপর সিবিআইয়ের অভিযানে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবীর বাসভবন থেকে উদ্ধার হয় ৫০ কোটি রুপি। এখন পার্থসহ শিক্ষা দপ্তরের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা ও তৃণমূলের নেতা কারাগারে। এই নিয়োগ দুর্নীতির মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। এর ফলে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা মেধাতালিকায় উত্তীর্ণ হন, তাঁদের বঞ্চিত করে চাকরি দেওয়া হয় ঘুষের বিনিময়ে। এরই প্রতিবাদে মামলা শুরু হয় কলকাতা হাইকোর্টে। হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বেশ কিছু অযোগ্য প্রার্থীর চাকরি বাতিলও করেন। এই নিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হলে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের আবেদন খারিজ করে একটি ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করেন। সব নিয়োগ মামলাকে একত্র করে বিচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সাড়ে তিন মাস ওই ডিভিশন বেঞ্চ এ মামলার শুনানি শেষে আজ ২৭১ পাতার এক নির্দেশে জানিয়ে দেন, জালিয়াতি করে চাকরি পাওয়া ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি অবৈধ। পাশাপাশি আরও নির্দেশ দেন, দ্রুত চাকরির প্রক্রিয়া শুরু করার। ওই নির্দেশ অনুযায়ী, যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের ১২ শতাংশ সুদসহ আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে ওই টাকা ফেরত দিতে হবে। এ নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকেও নির্দেশ দেন। রায়ে শুধু এক শিক্ষকের চাকরি বহাল রাখা হয়েছে। তাঁর নাম সোমা দাস। তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত। তাই মানবিক বিবেচনায় তাঁর চাকরি বহাল রেখেছেন আদালত।

অভিষেকের জন্যই মমতা 'চোর' শুনছেন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেনজির আক্রমণ করলেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। কিন্তু, 'ছাড়' দিলেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দিলীপের মন্তব্য, "আজ মুখ্যমন্ত্রীকে চোর-চোর শুনতে হচ্ছে ওঁর (অভিষেকের) জন্য।" অভিষেককে নিয়ে দিলীপের এই মন্তব্যের জন্য সোমবারই দিলীপের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানিয়েছে তৃণমূল। কিন্তু, তৃণমূলের দুই শীর্ষ নেতৃত্বকে নিয়ে মন্তব্য করে কি ওই দলের মধ্যে ব্যবধান তৈরির কৌশল করলেন দিলীপ? সোমবার সকালে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দিলীপ প্রাতর্ভ্রমণের শেষে চা চক্রে উপস্থিত হন দিলীপ। সেখান থেকে অভিষেককে কড়া আক্রমণ করেন দিলীপ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী সভা থেকে বিজেপিকে দু'নম্বরি বলার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, "উনি একমাত্র ভদ্রলোক? যার বাড়ির বউ থেকে চাকর-বাকর, কুকুর— সবাইকে ইডি ডাকছে... সোনা নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় চোর-চোর বলে সবাই ডাকছে! ওর চোদ্দপুরুষ চোর!" তার পরেই দিলীপ বলেন, "আজ মুখ্যমন্ত্রীকে চোর-চোর শুনতে হচ্ছে ওঁর জন্য।" বস্তুত, আসন্ন লোকসভা ভোটের প্রচারে মমতাকে যত না আক্রমণ করছেন দিলীপ-শুভেন্দুরা, তার চেয়ে বেশি কটাক্ষ শানাচ্ছেন অভিষেককে। অন্য দিকে, বিজেপিকে নিশানা করে বিভিন্ন সভা থেকে খোলাখুলি কটাক্ষ করছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুরাতে জয়ী বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ বিধানসভার পরে এ বার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লোকসভা আসনে জেতার নজির তৈরি করল বিজেপি। অরুণাচল প্রদেশের পরে গুজরাতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রাজ্যে সুরাত আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় নিশ্চিত হয়ে গেল বিজেপি প্রার্থী মুকেশ দালালের। রবিবার দক্ষিণ গুজরাতের ওই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী নীলেশ কুম্ভনির মনোনয়ন বাতিল হয়েছিল। সোমবার ওই আসনের বাকি আট জন বিরোধী প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, চলতি মাসেই অরুণাচলের ৬০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে সাতটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে নিয়েছে বিজেপি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওই রাজ্যে লোকসভার সঙ্গেই বিধানসভা ভোট হয়েছে গত ১৯ এপ্রিল। আগামী ৭ মে গুজরাতের ২৬টি আসনেই এক দফায় ভোট হওয়ার কথা। সোমবার ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। অন্য আট জন প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় দালালের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। তার আগে মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবকদের সইয়ে গরমিল থাকার অভিযোগে ওই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী নীলেশের মনোনয়ন বাতিল করেছিলেন রিটার্নিং অফিসার। সাম্প্রতিক সময়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লোকসভা আসন জয়ের উদাহরণ নেই ভারতীয় রাজনীতিতে। ১৯৮০ সালের লোকসভা ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর লোকসভায় জয়ী হয়েছিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রার্থী ফারুক আবদুল্লা।

'চাকরিহারাদের পরিবারের পাশ থেকে সরে যাব না'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ তাঁকে জেলে পাঠানো হলেও তিনি চাকরিহারাদের পরিবারের পাশে থাকবেন। সোমবার এসএসসি মামলায় কলকাতা হাই কোর্টের রায় ঘোষণার পর এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতের রায়ের নেপথ্যে তিনি বিজেপির হাতই দেখছেন। কেন? তা-ও জানিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। তিনি জানান, বিচারালয় আসলে বিজেপির। বিচারপতিদের সে ক্ষেত্রে কোনও দোষ নেই। দোষ হল বিজেপির। আর সে কারণেই তিনি চাকরিহারাদের পরিবারের পাশে থাকবেন। তাঁদের হয়ে হাই কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মমতা উচ্চ আদালতে যাবেন। সোমবার এসএসসি মামলার রায় দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বাতিল হয়ে গিয়েছে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি। মুখ্যমন্ত্রী সোমবার রায়গঞ্জের জনসভায় জানিয়েছেন, প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক চাকরি হারালে তার প্রভাব পড়বে তাঁদের পরিবারের উপর। মমতার কথায়, "২৬ হাজার শিক্ষক মানে দেড় লক্ষ পরিবার।" এই পরিবারগুলির পাশে থাকবেন বলে জানিয়েছেন মমতা। বিজেপি তাঁকে জেলে পাঠালেও সরবেন না। তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন, "কী করবেন? আমায় জেলে পাঠাবেন? মানুষের পাশ থেকে সরব না। পরিবারের পাশে আছি।" এই রায়ের জন্য মমতা বার বার বিজেপিকেই দুষেছেন। তারা বিচারব্যবস্থাকেও চালিত করে বলে অভিযোগ করেছেন। মমতা বলেন, "এই এক হয়েছে বিজেপির বিচারালয়। না মন্দির, না মসজিদ। রাজনৈতিক বিচার। সেখানে অন্য লোক পিল (পিআইএল বা বিশেষ জনস্বার্থ আবেদন) করলে দেবে কিল। বিজেপি পিল করলে বেল, আমরা পিল করলে জেল। এই তো অবস্থা!" তৃণমূল নেত্রী এ-ও জানিয়েছেন যে, দীর্ঘ দিন ধরে এ রকম চলছে। তবে এতে বিচারপতিদের কোনও দোষ নেই। তাঁর কথায়, "এটা বিচারপতিদের দোষ নয়। কেন্দ্রের দোষ। বিজেপি বসিয়েছে তাঁদের। যাতে তারা যা বলে, তা-ই করা হয়।" তার পরেই মমতার আশ্বাস, তাঁকে জেলে পাঠালেও সাধারণ মানুষের পাশ থেকে সরবেন না। চাকরিহারাদের পরিবারের পাশে থাকবেন।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতি অর্থনীতির, সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছর বিশ্ব অর্থনীতিকে ৩৮ লক্ষ কোটি ডলার করে মূল্য চোকাতে হবে বলে দাবি করা হল জার্মানির পোট্সডাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইম্যাট রিসার্চের (পিআইকে) বিজ্ঞানীদের করা এক সমীক্ষায়। তাঁদের দাবি, মূলত তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে আগামী ২৫ বছরে বিশ্ব অর্থনীতির আয় কমবে ১৯%। উল্লেখযোগ্য, এই উষ্ণায়নের জন্য যে সমস্ত দেশ কম দায়ী, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশি। কারণ, এই সমস্যা মোকাবিলার ক্ষমতা তাদের সবচেয়ে কম। বিশ্বের ১৬০০টি অঞ্চলের গত ৪০ বছরের জলবায়ু খতিয়ে দেখে রিপোর্টটি তৈরি হয়েছে। সাময়িক পত্রিকা 'নেচার'-এ প্রকাশিত হয়েছে রিপোর্টটি। সমীক্ষক দলের অন্যতম সদস্য ম্যাক্সিমিলিয়ন কোটজ় বলেন, "অতীতের নিঃসরণের কারণে ২০৪৯ সালের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষতি হবে ১৯%। যা বিশ্বের জিডিপির ১৭% কমার সমান।" রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে, আগামী আড়াই দশকে দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়বে। তাদের আয় কমবে ২২ শতাংশের কাছাকাছি। সমীক্ষক দলের আর এক সদস্য লিওনি ওয়েঞ্জ জানিয়েছেন, জলবায়ু পরিবর্তন-সহ বিভিন্ন কারণে ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাবে না আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স-সহ উন্নত দেশগুলিও। কার্বন নিঃসরণের জেরে ইতিমধ্যে বিশ্ব অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে আগামী দিনে ক্ষতি হবে তার প্রায় ছ'গুণ বেশি। এদিকে, অর্থনীতিবিদ তোমা পিকেটি এবং তাঁর সহগবেষক নীতিন কুমার ভারতী, লুকাস চ্যান্সেল, এবং আনমোল সোমাঞ্চি গত মাসে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন, যার নাম: "ভারতে আয় ও সম্পদের অসাম্য, ১৯২২-২০২৩: বিলিয়নেয়ার রাজের উত্থান।" তাঁরা দেখাচ্ছেন যে, ২০২২-২৩ সালে আয়ের নিরিখে জনসংখ্যার ধনীতম এক শতাংশ মোট আয়ের ২৩% অর্জন করেছেন, আর বিত্তের হিসাবে ধনীতম এক শতাংশ মোট সম্পদের ৪০%-এর মালিক। শুধু গত এক শতকের পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান ভারতে অসাম্যের মাত্রা সর্বাধিক নয়, সারা বিশ্বের নিরিখেও ভারত এখন অসাম্যের নিক্তিতে একদম প্রথম সারিতে। উদারীকরণের সময় থেকেই অসাম্যের এই ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা সুস্পষ্ট— ডলারের মূল্যে বিলিয়নেয়ার, অর্থাৎ একশো কোটি ডলারের মালিকের সংখ্যা ১৯৯১ সালে ছিল এক, ২০২২ সালে হয়েছে ১৬২। আজ বিলিয়নেয়ার মানে অন্তত ৮০০০ কোটির টাকার মালিক।

ভারতের তেল আমদানি, শীর্ষে রাশিয়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর পরে পশ্চিমী দুনিয়ার নিষেধাজ্ঞা এড়াতে কম দামে তেল বিক্রি করে শুরু করেছিল রাশিয়া। যার সুযোগ নিয়ে ভারতও মস্কো থেকে তেল আমদানি বাড়িয়েছিল। তেল শিল্প সূত্রের খবর, সেই ধারা বজায় ছিল গত অর্থবর্ষেও। যার হাত ধরে ২০২২-২৩ সালের পরে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষেও ভারতে তেল রফতানিকারীদের মধ্যে শীর্ষ স্থান দখলে রেখেছে রাশিয়া। কমেছে পশ্চিম এশিয়া এবং তেল রফতানিকারী দেশগুলির সংগঠন ওপেকের অংশীদারি। চাহিদার প্রায় ৮৫% তেলই বিদেশ থেকে কিনতে হয় ভারতকে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরুর পরে ভ্লাদিমির পুতিনের দেশটির উপরে নিষেধাজ্ঞা চাপার আগে পর্যন্ত দেশীয় তেল সংস্থাগুলির রাশিয়া থেকে চাহিদার মাত্র ০.২% তেল কিনত। এ দিকে, নিষেধাজ্ঞার সঙ্গেই ২০২২ সালের ডিসেম্বরে আমেরিকা-সহ বিভিন্ন দেশ রাশিয়ার তেলের দর ব্যারেলে ৬০ ডলারে বাঁধার কথাও ঘোষণা করে। এই পরিস্থিতিতে তথ্য বলছে, এ বছর ৩১ মার্চে শেষ হওয়া অর্থবর্ষে ভারত দিনে ৪৭ লক্ষ ব্যারেল তেল আমদানি করেছে। তার ৩৫ শতাংশই এসেছে রাশিয়া থেকে। মস্কোর সঙ্গে কাজ়াখস্তান, আজ়ারবাইজান এবং স্বাধীন কমনওয়েল্থ দেশগুলি ধরলে সেই অঙ্ক ৩৯%। তার আগের বছরে যা ছিল যথাক্রমে ২২% এবং ২৬%। সব মিলিয়ে ২০২৩-২৪ সালে প্রতি দিন ভারতে এসেছে ১৬.৫ লক্ষ ব্যারেল রাশিয়ার তেল। যা ২০২২-২৩ সালের তুলনায় ৫৭% বেশি। সেখানেই পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলি থেকে ২০২৩-২৪ সালে ভারতের তেল আমদানি ৫৫% থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৬ শতাংশে। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পরে রাশিয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা চাপায় পশ্চিমী দুনিয়া। তার আগে পর্যন্ত ভারত রাশিয়া থেকে চাহিদার মাত্র ০.২% তেল কিনত। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে তেল বিক্রি জারি রাখতে গত বছর মার্চ থেকে কম দামে অশোধিত তেল বিক্রির কথা ঘোষণা করে মস্কো। তার উপরে ইউক্রেনে যুদ্ধের কারণে গত ডিসেম্বরে আমেরিকা-সহ বিভিন্ন দেশ রাশিয়ার তেলের দর ব্যারেলে ৬০ ডলারে বাঁধে। এই সুযোগে সেখান থেকে আমদানি বাড়াতে শুরু করে ভারতীয় সংস্থাগুলি। ফলে তেল রফতানিকারীদের সংগঠন ওপেকের সদস্য দেশগুলি থেকে তেল কেনা কমেছে ভারতের। মে মাসে তা দাঁড়িয়েছে ৩৯%। যা সর্বনিম্ন। এদিকে, পরিশোধিত তেল কেনার ক্ষেত্রে ইউরোপের ভরসা এখন ভারত। সমীক্ষক সংস্থা কেপলারের পরিসংখ্যানে সম্প্রতি দেখা গিয়েছে, এখন ভারতই ইউরোপের দেশগুলিকে সবচেয়ে বেশি পরিশোধিত তেল সরবরাহ করছে। এত দিন ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলিকে পরিশোধিত তেল সরবরাহের নিরিখে শীর্ষে ছিল সৌদি আরব। সম্প্রতি উপসাগরীয় এই দেশটিকে ছাপিয়ে গিয়েছে ভারত। বিশেষজ্ঞদের একাংশের অনুমান, এই ঘটনার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেই রাশিয়া থেকে তেল কেনায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে আমেরিকা এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশ। অন্য দিকে তেল রফতানির পরিমাণ অব্যাহত রাখতে অশোধিত তেলের দাম কমিয়ে দেয় রাশিয়া।

সোনা (১০গ্রাম): ৭৩২৬২
রূপা (১ কেজি) : ৮২৮০৭
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৫২

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৩৬৪৮.৬২
নিফটি—	২২৩৩৬.৪০
ন্যাসডাক—	১৫৩৭৮.৫৩
এ.সি.সি—	২৪০৫.৮৫
ভারতী টেলি—	১৩০০.০০
ভেল—	২৫৯.২৫
এল এন্ড টি —	৫১৮৭.০৫
টাটা মোটর্স—	৯৭৩.৫৫
টি.সি.এস. —	৩৮৬৫.৪৫
টাটা স্টিল—	১৬১.৬৫
ডাবর —	৫০৬.৫৫
গোদরেজ —	৮৪১.৬০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৫১২.৩০
আই.টি.সি.—	৪২৫.২৫
ও.এন.জি.সি.—	২৭৭.০৫
সিপলা —	১৩৫৫.৭৫
গ্রাসিম ইন্ডা—	২২৮২.৩০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৪৭০.৫০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১০৮৭.০০
সেল—	১৪৮.৩০
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৭৬৫.৮৫
সিমেন্স—	৫৭৬৭.৬০
ফাইজার—	৪১৩৫.৮০
ইউনিটেক—	১১.০৪
উইপ্রো—	৪৬১.৯৫
ডা. রেড্ডি–	৬০০০.০০
মারুতি—	১২৭৯১.০০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১০৫৪.০০
টি সি আই —	৮৬২.০০
মহানগর টেলি —	৩৬.০৭
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২২৩.৭৫
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

১০ বৈশাখ, ভাঃ ৩ বৈশাখ, **২৩ এপ্রিল** ১০ বহাগ, সংবৎ ১৫ চৈত্র সুদি, ১৩ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৪, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৮। **মঙ্গলবার,** পূর্ণিমা শেষরাত্রি ঘ ৪।৩২ মিঃ। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৭ মিঃ। বজ্রযোগ শেষরাত্রি ঘ ৪।৪৪ মিঃ। বিষ্টিকরণ, দিবা ঘ ৩।৪৩ গতে ববকরণ, শেষরাত্রি ঘ ৪।৩২ গতে বালবকরণ। **জন্মে**—কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ঘ ৮ষ৫৮ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, রাত্রি ঘ ১০।৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। **মৃতে**— একপাদদোষ। **যোগিনী**- বায়ুকোণে, শেষরাত্রি ঘ ৪।৩২ গতে পূর্ব্বে। **বারবেলাদি**-ঘ ৬।৫০ মধ্যে গতে ৮।২৫ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৭ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ৭।২২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই। **শুভকর্ম্ম**-দীক্ষা। **বিবিধ**-পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

আজকের দিন

আজ ২৩ এপ্রিল

১৬১৬ সেক্সপিয়রের মৃত্যু। উইলিয়ম সেক্সপিয়র ছিলেন শুধু ইংরেজি সাহিত্যেই নয়, সারা পৃথিবীর সাহিত্যেই এক উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি একদিকে যেমন বহু মূল্যবান নাটক লিখেছিলেন অন্যদিকে তেমনই লিখেছেন চতুর্দশপদী কবিতাও। এই সব কবিতা সনেটস নামক এক বইতে লিপিবদ্ধও আছে। তাছাড়া তিনি যে নাটকগুলি লিখেছিলেন সেগুলি এখনও পর্যন্ত সমানভাবে স্মরণ করা হয়ে থাকে। এই সব নাটকের মধ্যে আছে রোমিওজুলিয়েট, মিডসামার নাইটসড্রিম, টেম্পেস্টস, ম্যাকবেথ, জুলিয়াস সিজার, ওথেলো, গো এজ ইউ লাইক, কিং আর্থার ইত্যাদি। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৫৬৪ সালে। সেক্সপিয়রকে পৃথিবীতে সর্বকালের একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। প্রায় ৫০০ বছর আগে ইংলন্ডে যে সব নাটক তিনি লিখেছিলেন সে সময়ই সেগুলি মঞ্চে অভিনয় করা হয়েছিল। তাঁর জীবিতকালেই তিনি প্রখ্যাত নাট্যকার হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর জীবনী নিয়ে নানা জনের নানা মত আছে।

৫০০ বছর ধরেই সেক্সপিয়র প্রতি মানুষের মনে তাঁর লেখা নাটকগুলির মধ্য দিয়ে নতুন নতুন অর্থ হাজির করেছেন। এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় তাঁর সেই নাটক আলাদা অর্থ নিয়েই হাজির হয়েছে। পরবর্তীকালে যখন পৃথিবীতে বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে সিনেমার আবির্ভাব হল তখন সিনেমাতে তাঁর নাটকগুলি তোলা হয়েছে। রাশিয়া এবং আমেরিকা তো বটেই ইংলন্ডেও তাঁর নাটকের সিনেমা রূপ দেখা গেছে। তাঁর নাটকের মধ্যে একদিকে যেমন ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া গেছে তেমনই মানুষের মনের নানা দিক থেকে তিনি গভীর সত্যের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করেছেন। এ কারণেই নাটকগুলি এখনও পর্যন্ত সমান অর্থবহ।

শব্দজাল- ৫৯২১

১			■				৪
	■	৫			■	■	
৬			■		■	■	
■	■	■	৭				
৮					■	■	■
	■	■		■	৯		১০
	■	■	১১			■	
১২				■	১৩		

পাশাপাশি ঃ- ১) যিনি কোন সুযোগ সুবিধাই পাননি ৩) সুভাষচন্দ্রের মা যে দেবী ৪) পবনপুত্র ৬) ..... পদার্থ ৭) যে কাজ করতে হবেই ৮) নিয়মের জালে বাঁধা ৯) বুক পর্যন্ত ১১) হাপিস করে দেওয়া ১২) এক ধরনের যোগ ব্যায়াম ১৩) বে আব্রুতা। **উপরনীচ ঃ**- ১) ললাট ২) এ গাছের তলাতেও কৃষ্ণের সময় কাটত ৩) অঙ্গীকারবদ্ধ ৪) তীর চালনায় পটু ৭) স্নান করা ৮) অক্লান্ত ৯) নিজের১০) শক্তি।

উত্তর - ৫৯২০

পাশাপাশি ঃ- ১) দশানন ৩) জার ৫) তলা ৬) নব ৮) অস্থি ১০) মহল ১১) লাখপতি ১২) অপমান ১৪) কামার ১৫) রিতি ১৬) নর ১৮) তার ১৯) লজ্জা ২০) নবদ্বীপ। **উপরনীচ ঃ**- ১) দলা ২) নব ৪) রসাল ৫) তবলা ৭) কমলাপতি ৮) অপহরণ ৯) স্থিতি ১২) অরি ১৩) নফর ১৪) কাহিল ১৭) রন ১৮) তাপ।

আপনার ভাগ্য

মেষ -অপবাদ। **বৃষ**- অসাধুতা। **মিথুন** - সুখ-সম্ভোগ। **কর্কট**-প্রত্যাশা। **সিংহ**-হতবুদ্ধি। **কন্যা**-কর্ম্মব্যস্ততা। **তুলা**-প্রিয়জন সঙ্গ। **বৃশ্চিক**-অবসাদ। **ধনু**-মতান্তর। **মকর**- মানসিক তৃপ্তি। **কুম্ভ**-অর্থব্যয়। **মীন**-পত্নীকলহ।

আগামীকাল

মেষ -পরনির্ভরতা। **বৃষ**-আশার সঞ্চার। **মিথুন**- ধর্ম্মে আসক্তি। **কর্কট** - মতানৈক্য। **সিংহ**- বিরোধীতা। **কন্যা**-দুর্ভোগ। **তুলা**-বন্ধুলাভ। **বৃশ্চিক**-উদ্বেগ। **ধনু**-অর্থক্ষতি। **মকর**- চিন্তামুক্ত। **কুম্ভ**-বৈষয়িক উন্নতি। **মীন**-চিত্তবিক্ষেপ।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

দোকান খুলে চাকরি বিক্রি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সাগরেদ পার্থ: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২২ এপ্রিলঃ কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানালেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড় রায় দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সাব্বির রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ প্যানেল, অর্থাৎ গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম দশম, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগ সম্পূর্ণ বাতিল করে। এ প্রসঙ্গে মুখ খোলেন শুভেন্দু। এদিন বিকেলে বালুরঘাট লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ বরাহারে জনসভা করতে আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ভরা সভামঞ্চ থেকে এ দিন তিনি বলেন, "যাঁদের চাকরি চলে গিয়েছে তাঁদের নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু দোকান খুলে চাকরি বিক্রি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সাগরেদ পার্থ চট্টোপাধ্যায়।" আজকের রায়কে স্বাগত জানিয়ে শুভেন্দু বলেছেন, "আর কি কোনও সন্দেহ রয়েছে তৃণমূল মানে চোর? এখন তো কোর্টও বলল তোমরা ২৬ হাজার চাকরি চুরি করেছ। ৩০ লক্ষ মেধা যুক্ত কর্মপ্রার্থীদের পিঠে ছুরি মেরেছ।" এ দিকে, আজ আবার উত্তরবঙ্গ থেকে শুভেন্দুকে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, "বোমা ফাটাবেন বলেছিলেন। কী বোমা? ২৬ হাজার শিক্ষকদের চাকরি চলে যাবে। আমিও বলে রাখছি আমরা লড়ে যাব। লড়াই করব।" শুধু তাই নয়, এই রায় বেআইনি বলেও প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিকিৎসার খরচ বিস্তর, অবসাদে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২২ এপ্রিলঃ স্ত্রী বয়সজনিত বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত। নিজেরও রয়েছে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা। দু'জনের চিকিৎসায় প্রতি মাসে বিস্তর খরচ। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহের পর বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন প্রৌঢ় দম্পতি। সোমবার বাঁকুড়ার জয়পুর জঙ্গল থেকে ওই বৃদ্ধ দম্পতির দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম গৌতম দে (৫৫) এবং অশোকা দে (৫০)। তাঁদের বাড়ি বাঁকুড়ার ওন্দায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার বাঁকুড়ার ওন্দার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান গৌতম এবং অশোকা। পরিবারের লোকজন খোঁজ শুরু করলেও রবিবার রাত পর্যন্ত ওই দম্পতির কোনও খোঁজ মেলেনি। সোমবার সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে জয়পুর জঙ্গলে দেহ দুটি শনাক্ত করেন দম্পতির ছেলে অপূর্ব দে। পুলিশ জানিয়েছে দম্পতির দেহের পাশেই একটি শীতল পানীয়ের বোতল এবং বিষের শিশি পড়েছিল। শীতল পানীয়ের বোতলে বিষ মিশিয়ে ওই দম্পতি আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছে পুলিশ এবং একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

শতাব্দীর উপর রেগে বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২২ এপ্রিলঃ বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচারে যেতেই বীরভূমের তৃণমূল প্রার্থীকে এলাকাবাসীর অভাব অভিযোগের সামনে পড়তে হয়েছিল। সম্প্রতি, সংবাদ মাধ্যমের উপর মেজাজ হারাতেও দেখা গিয়েছিল। এই সব আবহের মধ্যেই এবার দেখা গেল শতাব্দীর উপর ক্ষোভ উগরে দল ছাড়লেন তিনশোটি সংখ্যালঘু পরিবার। যোগ দিলেন বিজেপি-তে। শেখ মইনুল নামক এক ব্যক্তি বলেন, "শতাব্দী রায় বলেছিলেন জল আর আলো পাবেন। আর কিছু দিতে পারি না। এর জন্য দরখাস্তও লিখেছি। জল তো দূরে থাকুক। লাইট বা জল কিছুই দিল না। এমনকী মহাশয়া শতাব্দী রায় মিছিলের সময় আমাদের সঙ্গে কথা বলার যোগ্য মনে করলেন না।" শেখ সাবির আলি বলে আরও একজন বলেন, "আমরা আলোর জন্য বলেছিলাম। কিছুই হল না। সব কিছুই এদের ঢপের কাজ। কার্যকারী কিছু হয় না।"

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মহম্মদবাজারের বাটেরবাঁধ গ্রামে প্রচারে যান শতাব্দী। সেই সময় তাঁকে দেখে বিজেপির পতাকা হাতে প্রতিবাদ জানান। যদিও বিজেপি কর্মীদেরকে পাল্টা শতাব্দী রায়, ধন্যবাদ জানান এবং ভালো থাকার বার্তা দেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গ্রামে উন্নয়ন হয়নি। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির রাকেশ মণ্ডলের বিরুদ্ধে রয়েছে একাধিক ক্ষোভ। তারই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এবার ওই গ্রামেরই ক্ষুব্ধ লোকজন আজ বিজেপিতে যোগদান করলেন। এদিনও বিজেপিতে যোগদানের সময়ও একরাশ বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন।

তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলপথ সম্প্রসারিত করতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনায় পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২২ এপ্রিলঃ তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলওয়ে প্রকল্পের সমাপ্তির জন্য স্থান পরিদর্শন করল পূর্ব রেলওয়ের কনস্ট্রাকশন বিভাগের একটি প্রতিনিধিদল। উপস্থিত ছিলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসার এবং ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বলেন তাঁরা। বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করা হয় স্থানীয় জীবিকার উপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়বে না। মাছ চাষ, জল সরবরাহের দিকে নজর রেখে সমপরিমাণ এলাকা জুড়ে দিঘি সম্প্রসারণ করার প্রতিশ্রুতি দেন রেল আধিকারিকরা। হুগলি জেলার পূর্ব রেলওয়ে অংশের সঙ্গে সংযোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই নয়া রেল প্রকল্প। কামারপুকুর, জয়রামবাটি, বড়গোপীনাথপুর, ময়নাপুর এবং গোকুলনগরে থাকতে পারে এই রেলপথের স্টপেজ। বর্তমানে, বিষ্ণুপুর-জয়রামবাটি-কামারপুকুর-তারকেশ্বরের পর্যটন শিল্প পুরোটাই নির্ভরশীল সড়ক পরিবহণের ওপর। হাওড়া-গোঘাট লোকাল ট্রেনে যেতে সময় লাগে আড়াই ঘণ্টা। বিষ্ণুপুর পর্যন্ত লাইন সম্প্রসারিত হলে সেই সময় গিয়ে দাঁড়াবে তিন ঘণ্টায়। সড়কপথে এই সময়টা পাঁচ ঘণ্টারও বেশি। লোকাল ট্রেনে হাওড়া থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত ভাড়া ৩০ টাকা। অন্যদিকে, বাসে যেতে ভাড়া লাগে ১৫০ টাকা। তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণপুর রেলপথ চালু হয়ে গেলে সাধারণ মানুষের সুবিধা তো বটেই, সেখানকার পর্যটন শিল্পেও উন্নতি হবে বলে মনে করছে রেল কর্তৃপক্ষ।

খড়গপুরে ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে চলল গুলি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ এপ্রিলঃ লোকসভা ভোটের মুখে কয়েক রাউন্ড গুলি চলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর শহরে। অভিযোগ, এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালানো হয়। আহত হয়েছেন ওই ব্যবসায়ী। পরিবার সূত্রে খবর, দুই পায়ে চারটি গুলির আঘাত নিয়ে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন ওই ব্যবসায়ী। সোমবার এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, আহত ওই ব্যবসায়ীর নাম ভিআর নারায়ণ রাও। ৭০ বছরের ব্যবসায়ীর বাড়ি খড়্গপুর শহরের সাউথ সাইড এলাকায়। তাঁকে আক্রমণের ঘটনাটি ঘটেছে ওয়াগন শপ আয়মা এলাকায়।

স্থানীয়েরা জানাচ্ছেন, বিকেলে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময় দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে জখম হন ভিআর। আহতের ভাই ভাগ্যা রাও বলেন, "বিকেলে সাড়ে ৫টা নাগাদ খবর পাই যে, দাদার দুটো পায়ে চারটে গুলি লেগেছে। দাদার সঙ্গে আরও এক জন বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন। রাস্তার পাশে দাদাকে আটকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়। উঠে দাঁড়ানোর আগেই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা।" তিনি দাবি করেন, একটি বাইকে দু'জন এসেছিলেন। তাঁরাই গুলি চালিয়েছেন। এই ঘটনা নিয়ে জেলার পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, "ওই ঘটনায় আহত এবং স্থানীয়েদের বয়ান অনুযায়ী এক জনকে ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।"

শুক্রবার অবধি তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা দক্ষিণে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ গরম জারি থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। তাপপ্রবাহ চলবে অন্তত শুক্রবার অবধি। জানাল হাওয়া অফিস। সোমবার দুই মেদিনীপুর, পুরুল্যা, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার কয়েকটি এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির হলেও তাপমাত্রা কমার আশা নেই। হাওয়া অফিসের তরফে আগামী পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী দু'এক দিনে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমলেও গরম থেকে রেহাই মিলবে না। তাপমাত্রা কমলেও আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে তাপপ্রবাহ চলবে।

মনোনয়নপত্র জমা বহরমপুরের বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২২ এপ্রিলঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের অন্যতম নজরকাড়া কেন্দ্র বহরমপুর লোকসভা। সোমবার বহরমপুর কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। এদিন তাঁর সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলাশাসকের অফিসে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন বিজেপি প্রার্থী চিকিৎসক নির্মল সাহা। এদিন বিজেপি-র বহরমপুর সদর দপ্তর থেকে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল করে নির্মল সাহা জেলাশাসকের অফিসে মনোনয়ন জমা দেন। প্রায় একই সময়ে বহরমপুরে তৃণমূল কার্যালয় থেকে শোভাযাত্রা করে তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান। এদিন মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখার্জি, ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার সহ জেলার একাধিক শীর্ষ তৃণমূল নেতা। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর ইউসুফ পাঠান বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের নিরিখে মানুষের কাছে ভোট চাইছেন। এখানে নির্বাচনী প্রচার করতে গিয়ে বহু সমস্যা নজরে এসেছে। সেগুলো আমি নথিবদ্ধ করেছি। সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হলে সেই সমস্যাগুলোর সমাধান করব।'

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

বিকলানি বাড়ছে

মাত্র ১০২টি আসনে প্রথম দফার ভোট শেষ হয়েছে। তারই হাওয়া যদি এতখানি দমকা হয় তাহলে পরবর্তী ফেজগুলিতে হাওয়া কোন দিকে যাবে তা হয়ত আঁচ করতে পেরেছেন প্রধান সেবক। তার বিকলানিও ততোধিক বাড়ছে প্রতিদিন। বিকলানির স্তর এতটাই বেড়েছে যে কোন দলের মেনিফেস্টো যা নেই তাই বলছেন তিনি। মুসলিমদের প্রতি তার যে ঘৃণা এবং তার দল যে মুসলিমদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক বা নাগরিক নন এমনই মনে করেন। সে কারণেই মা-বোনেদের গয়নাগাঁটি তো বটেই মঙ্গলসূত্র পর্যন্ত নেমে এসেছেন তিনি। ক্ষমতায় থাকার এত মোহ এর আগে ওই পদে যারা বসেছেন কারও মধ্যে দেখা যায়নি। মানভূমের প্রবাদ আছে 'নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা।' অবস্থা যেন সেরকমই। গত ১০ বছর ধরে যে বিলাসিতায় তিনি অভ্যস্ত হয়েছেন তা চলে গেলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। যত বেআইনি কাজ করেছেন সেগুলির তদন্ত হলে তার ঠিকানা কোথায় হবে তা তিনি ভাল করেই জানেন। বন্ধু কর্পোরেটদের পাইয়ে দিতে নিয়ম, কানুন, আইন যেভাবে বদলে দেওয়া হয়েছে তা যে জনস্বার্থ বিরোধী তাও তিনি জানেন। জনগণের ক্ষতিকারক যতগুলি আইন পাস হয়েছে তা যে এক লহমায় অন্য কোন দলের সরকার এলে বাতিল হয়ে যাবে তাও আঁচ করতে পারছেন তিনি। মামলাগুলিতে যেভাবে ক্লিনচিট দেওয়া হয়েছে সেগুলি আবারও খুলতে পারে সেই সম্ভাবনা ১০০ শতাংশ। অনুগত ব্যক্তিকে সিএজি করার পরও যে কটি রিপোর্ট বেরিয়েছে তার তদন্ত হলে প্রধান সেবকের দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না। জনগণের টাকা কিভাবে নয় ছয় হয়েছে তার হিসাব নিলে ওই দলের কেউ গারদের বাইরে থাকবেন না।

এমতাবস্থায় তার একমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার রাস্তা রামমন্দির, হিন্দু-মুসলিম, ভারত-পাকিস্তান ছাড়া আর কিছু নেই। তাই মা-বোনেদের গয়নাগাঁটি তো বটেই মঙ্গলসূত্র পর্যন্ত নেমে এসেছেন তিনি। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে একটি দলের ন্যায় পত্রকে এভাবে তাচ্ছিল্য করা উঁচু পদে থাকা কারও মানায় না। তবে যিনি সবার উর্দ্ধে নিজেকে ভগবান মনে করেন তার কাছে কি বা দিন কি বা রাত্রি সব সমান। দলে একটি মাত্র ছাতা বাকি সব ছাতু এই অবস্থায় তিনি যা বলবেন সেটাই ভগবানের বাণী তারই প্রচার করে যেতে হবে তার সৈনিকদের। যদিও ওই সৈনিকরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে সামনে আসতে পারেন না থাকতে হয় পেছনের সারিতেই। যুদ্ধক্ষেত্রে যিনি সেনাপতি তিনিই সৈনিক, তিনিই যোদ্ধা, তিনিই রাজা, তার পরাজয় দেশের পরাজয়, তার জয় দেশের জয়। এরকম একজন ব্যক্তির যখন বিকলানি শুরু হয়ে ধরে নিতে হবে হয় তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে অথবা অন্য কোন আশঙ্কায় তিনি ভুগছেন, যার কোন চিকিৎসা জানা নেই তার। বর্তমান সময়ে একমাত্র চিকিৎসা নির্বাচন কমিশন। তারা কোরামিন দিয়ে রোগীকে মৃত্যু মুখ থেকে বাঁচাতে পারেন কিনা সেই পরীক্ষার ফল জানা যাবে জুন মাসের ৪ তারিখে।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

ভগবান বিবস্বানকে উপদিষ্ট কর্মযোগ

পর হিত সরিস ধর্ম নহিঁ ভাঈ। পর পীড়া সম নহিঁ অধমাঈ।। (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪১।১)

পরহিত বস জিন্হ কে মন মাহীঁ। তিন্হ কহুঁ জগ দুর্লভ কছু নাহীঁ।

(শ্রীরামচরিতমানস ৩।৩১।৫)

'কোনো মানুষই মুহূর্তের জন্যও কর্ম না করে থাকতে পারে না, কেননা প্রকৃতি নিরন্তর কর্মশীল। সেজন্য প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষাকারী কোনো প্রাণীই ক্রিয়ারহিত কী করে থাকতে পারে? (গীতা ৩।৫) যদিও পশু-পাখি তথা বৃক্ষাদি যোনিতেও স্বাভাবিক ক্রিয়া করতে হতে থাকে তবু ফল এবং আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্যব্যবুদ্ধিতে কর্ম করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে নেই, কেবল মনুষ্য যোনিতেই এমন জ্ঞান সুলভ। বস্তুত মনুষ্য শরীরের নির্মাণই হয়েছে কর্মযোগের আচরণের জন্য এবং এর কাছে সমস্ত বস্তু কেবল কর্ম করার জন্যই আছে। যেমন, সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাদের উপদেশ দিতে দিয়ে ভগবান ব্রহ্মার ভাষায় বলেছেন—

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্ত্বিষ্টকামধুক্। (১)

(গীতা ৩।১০)

(১) 'ইষ্টকামধুক্'-এর অর্থ হল 'যে কর্তব্যকর্ম করার সামগ্রী প্রদান করে।' এখানে যদি ইষ্ ধাতু থেকে 'ইষ্ট' পদের নিষ্পত্তি করা হয় তাহলে এই শ্লোকের প্রথম উপক্রমের (৩।৯) সঙ্গে বিরোধ উৎপন্ন হবে।

ক্রমশ...

ঘন ঘন নির্বাচন দেশের অমঙ্গল

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

২০২৪ চলতি বছরের শুরুতেই একটা খুব ভালো খবর মিলেছে। পৃথিবীতে সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেকটা কমেছে। জনসংখ্যা তরতর করে বিগত বছরগুলোতে যেভাবে বাড়ছিল তাতে উদ্বেগ ক্রমশই বেড়ে চলেছিল। সেই উদ্বেগ থেকে আপাততঃ অনেকটাই রেহাই মিলেছে পৃথিবীর। জনসংখ্যা বাড়ার অর্থ পৃথিবী জুড়ে অভাব ও সংকটকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনা। পৃথিবীর সমস্ত দেশ অর্থ-সম্পদ-প্রকৃতিতে ভরপুর তা কিন্তু নয়। প্রকৃতিতে ফসল উৎপাদন কম হবে, মাটির নীচে জল ক্ষয় পেতে শূণ্যতায় আসবে, বনজঙ্গল থাকবেনা, অক্সিজেনের সংকট বাড়বে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাস ভারী করবে। বাতাসে দূষণ বাড়বে আর জনসংখ্যা হু-হু করে বৃদ্ধি পাবে মানেই পৃথিবীর ছারখারের সময় এগিয়ে আসবে, এটা ধরে নিতেই হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ মানুষ।

তবে পৃথিবী জুড়ে সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমলেও লজ্জা দিচ্ছে এশিয়ার মধ্য আয়ের দেশগুলি। রাষ্ট্রসংঘ নিজেদের ব্যবস্থাপনায় নিজেদের মতো করে জনগণনা করেছেন। যে জনগণনাকে বলা হচ্ছে 'এস্টিমেট'। সেই এস্টিমেট অনুযায়ী ২০২৩ সালের ১৫ই নভেম্বর যে রিপোর্ট রাষ্ট্রসংঘের হাতে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে বিশ্বের জনসংখ্যা ৮০০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। রিপোর্টে দেখা গিয়েছে বিশ্বের জনসংখ্যা ৬০০ কোটি থেকে ৭০০ কোটি হতে সময় লেগেছিল ১২ বছর। ৭০০ কোটি থেকে ৮০০ কোটি পৌঁছাতেও সময় লেগেছে ১২ বছর। এতে বোঝা সম্ভব পৃথিবীতে সার্বিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়েনি। এদিকে যাদের আয় তেমন নেই, অভাব নিত্য সাথী, দুর্ভিক্ষ যেখানে পিছনে পিছনে ঘোরে, তীব্র জলসংকট যেখানে সেই এশিয়া মহাদেশে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জনসংখ্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে ইতিমধ্যেই ক্লাসের ফার্স্ট বয় হয়ে গিয়েছে ভারত। সেকেন্ড বয় চীন।

একটি খুব মজার গ্রাম্য প্রবাদ আছে। 'হাড়রে জল যায়, ভুলুকে তালি'। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় হাড়রের জলের মতো, আর জনসংখ্যা রোধে ভুলুকে তালি দেবার ব্যস্ততায় থাকে দেশ। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যাদের ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তাদের ঘরেই ছেলেপুলে বেশি জন্মায়। হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে এমন অনেক মা প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হন যাদের তিন থেকে চারটে সন্তান আছে। যাদের বড়ো সন্তানের বয়স বারো থেকে পনেরো। হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের নার্স ও ডাক্তাররা তা শুনে রীতিমতো লজ্জায় পড়ে যান। সচেতন ও সুন্দর পরিবারে জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি মানা হয় সবচেয়ে সুন্দর ভাবে। অত্যধিক সন্তান জন্মানো পরিবারের বাবা-মাদের কোনো শাস্তির ব্যবস্থা নেই। শাস্তির ব্যবস্থা করাও সম্ভবপর নয়। কারণ আইন সেভাবে নেই। সংবিধান জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সেভাবে কিছু বলেনি। যে পরিবারে জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, সেই পরিবারে ১৮ বছর পর ভোটার বৃদ্ধি হয়। তখন সেই পরিবারকে পারে কে? রাজনৈতিক দলগুলো সেই পরিবারগুলোকে নিয়ে এমন নাচানাচি করে যে দেখলে গা-পিত্তি জ্বলে যায়। দেশের অপ্রতিরোধ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দেশের রাজনীতি দায়ী।

সম্প্রতি একটি প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গিয়েছে ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধে হিন্দুরা অনেকটা সফল। স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে প্রকাশিত জনগণনার হিসেব অনুযায়ী যেখানে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮৪.১ শতাংশ, সেখানে ২০১১ সালের জনগণনার হিসেবে হিন্দু জনসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৯.৮৩ শতাংশ। মুসলিমদের জনসংখ্যা দেশের স্বাধীনতার সময় যা ছিল বর্তমানের জনসংখ্যা তার দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫১ সালে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৯.৮ শতাংশ, সেখানে ২০১১ সালে মুসলিম জনসংখ্যার পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ১৪.২৩ শতাংশ। ১৯৫১ সাল থেকে ২০১১ সাল অবধি খ্রিস্টানদের জনসংখ্যা বাড়েও নি, কমেও নি। ২.৩ শতাংশে দাঁড়িয়ে আছে। শিখ, বৌদ্ধ, জৈনদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক হ্রাস হয়েছে। দেশের জনসংখ্যা রোধে সবচেয়ে বড় সমস্যা দেশ ও রাজ্যের মধ্যে সংঘাত। রাজ্যগুলো সেভাবে দেশকে এ-বিষয়ে সহযোগিতা করেনা। রাজ্যে-রাজ্যে জনসংখ্যা রোধ হলে দেশে জনসংখ্যা রোধ হয়। আসলে একটি দেশে বহু নির্বাচন 'কাল' হয়ে দাঁড়িয়েছে। বছরে বছরে ভোট। তাই রাজ্যে যে পরিবারগুলো জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলেছে তাদের তোষণ করতেই হয়। দেশের সম্মান ও দেশের উন্নতির চেয়ে একটি 'ভোট' এখন বড়ই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে পরিবারে একই দম্পতির চার-পাঁচ বা তারও বেশি সন্তান জন্মাচ্ছে সেখানে শাস্তি তো দূরের কথা, সরকারি নানা প্রকল্পের সুবিধাদি না চাইলেও ঘরে এসে ঢুকে যাচ্ছে। দেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ঘন ঘন নির্বাচন। ঘন ঘন নির্বাচন দেশের অমঙ্গল।

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

ভোটের মধ্যে পরিবেশ

তন্ময় কবিরাজ

দেশে সামনেই লোকসভা নির্বাচন, আমেরিকাতেও সামনে নির্বাচন, ইরান ভয় দেখাচ্ছে- ভারত তথা সমগ্র বিশ্ব যখন রাজনৈতিক চিন্তায় ডুবে রয়েছে, তখন পরিবেশ জ্বলছে,যা সাধারন মানুষ থেকে শুরু করে ভোটের প্রার্থী সবাই সেটা আন্দাজ করতে পারছে। এপ্রিলে নববর্ষের মধ্যেই প্রচন্ড দাবদাহ। তবে সচেতনতা ফিরছে না। দিল্লি দেরাদুন ১৬কিমি রাস্তার জন্য ৭৫০০ গাছ কাটা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। সংবিধানের ২১ ধারায় জীবনের অধিকারের গুরুত্ব বুঝে সংবিধান রাষ্ট্রকে যেমন পরিবেশ রক্ষার করার নির্দেশ দিয়েছে, তেমনি নাগরিককেও পরিবেশ প্রতি কর্তব্য পালন করতে বলেছে। তাতে অবশ্য লাভ হয়নি। তাই রামদেবকে মিশলিডিং করার অপরাধে আদালত তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলেন। সবাই এখন রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত। তাই ভুলে গেছে, জিম্বাবোয়ে খরায় ফাটছে, সে দেশের সরকার জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করেছেন। লম্পফিতে মারা গেছে এক লক্ষ গরু। জলের অকাল এখানেও, ব্যাঙ্গালোরে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবু আইপিএলে জলের অপচয় হচ্ছে। পরিবেশের স্বার্থকে অবজ্ঞা করে সরকার জঙ্গলে খনির বরাত দিচ্ছে আদানিকে। এমনিতে অবৈধ বালি খাদান বা খনিতে বিপর্যস্ত জনজীবন। নদীর গভীরতা কমছে, নদীর পাড় ভাঙছে, চাষের জমি, চা বাগান বসত বাড়ি সব চলে যাচ্ছে নদী গর্ভে। প্রশাসনের নাকের ডগায় চলছে। সবাই সব জেনেও নীরবতার বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করছে। দামোদর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থা করুন। নদীতে প্লাস্টিক জমছে। পরিযায়ী পাখির আনাগোনা কমছে, যেমনটা পূর্বস্থলির চুপিতে হচ্ছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসামের কাজিরাঙ্গা বনভূমিকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করছেন। গত বছর তিস্তাতে বন্যা হবার পরে প্রশাসন কিছুটা সজাগ হয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তিস্তার উপর আপাতত আর কোনো জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হবে না। অভিযোগ উঠছে, পাহাড়কে বিক্রি করার জন্যই লাদাখকে কেন্দ্র শাসিত রাজ্যে পরিণত করা হয়েছে। জোশিমঠের পরে দার্জিলিংয়ে অবস্থাও একই। পাহাড়ের কারণে উত্তরবঙ্গের নদীতে দূষণ বাড়ছে। সাগর গঙ্গা বাঁচাতে রিভার প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও তা বলে রাজনীতি থেমে নেই। ইতিমধ্যে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে দুই অভিনেতার মধ্যে বিবাদ তুঙ্গে। বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ দামোদরের ড্রেজিংর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আসলে পরিবেশকে ব্যবহার করে এক শ্রেনীর লোক নিজেদের পকেট ভরাচ্ছে। ২০২৩ সালের বন আইন সংশোধন নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। ল্যানসেট বলছে, ২১০০ সালে ফাঁকা হয়ে যাবে পৃথিবী। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছিলেন, মানুষের ভোগবাদের কারনে পৃথিবী ক্রমশ ভারী হয়ে যাচ্ছে। মহাকাশ নিয়েও চলছে কূটনীতি। রাকেশ শর্মা তাই অনুরোধ করেন, মহাকাশে যেন সম বন্টন থাকে। আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামাও সুস্থ পরিবেশের কথা বলছেন। পরিবেশ বদলের কারণে চাষের ফলন ব্যাহত হচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের তথ্য বলছে, শুধু পরিবেশের কারনেই আজ কয়েক কোটি মানুষ ঘর ছাড়া। দেশে প্রতিদিন সাত কোটি শিশু অভুক্ত থাকে। অথচ ফুড ওয়েস্ট ইন্ডসেক্স বলছেন, ২০২২ সালে বিশ্বের ১০০কোটিরও বেশি খাবার নষ্ট হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি আর সচেতনতার পার্থক্য অনেক। প্রশাসনই যেখানে উদাসীন, সেখানে নাগরিকরা কিভাবে সচেতন হবে? বিদেশ থেকে চিতা আনা হচ্ছে, প্রচার হচ্ছে, অথচ রেল লাইন পারাপার করতে গিয়ে প্রায় হাতির মৃত্যু ঘটছে। তামিলনাড়ুর সত্যমঙ্গল টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টে জলের অভাবে মা হাতির মারা গেছে, শাবকদের অবস্থাও সংকটজনক। কর্তৃপক্ষ সোলার পাম্প বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নদী, খালের পাড় দখল হয়ে যাচ্ছে। ফলে দূষণ আরোও বাড়ছে জলে। সাম্প্রতিককালে বাগজোলা, কেষ্টপুর খাল নিয়ে প্রশ্ন করেছে পরিবেশ আদালত। আদালতই শুধু সজাগ। দরকারে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু প্রশাসন বা শাসক শুধু ভোট নিয়েই ব্যস্ত। অসুস্থ পরিবেশে মানব সম্পদের অবস্থা বেহাল। গণতন্ত্রের উৎসবে কিন্তু বাঁচার জন্য সুস্থ পরিবেশও দরকার।

কবিতা

শপথ

পশুপতি ভদ্র

ছিল কী শপথ?
ঝড়, বৃষ্টি, তুমুল ঝঞ্ঝা, যতই পড়ুক বজ্রপাত,
চমৎকার উপাচারে সন্ধ্যাবেলা তুমি,
এগিয়ে চলে যুগল, ওই দেখো, পবিত্র মন্দির,
মনোবাসনা পূর্ণ হলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম,
একসঙ্গে উপবিষ্ট, - সাঙ্গ হলো পূজা।

নির্ভুল পদক্ষেপ,
আপনজন বয়ে বেড়ায় উচ্ছ্বাস ও আনন্দ,
ভালোবাসা এমন মধু,
ঠোঁট আর আঙুলে রয়ে যায় রেশ।

ভাবে ভাবুক,
উৎপাদিত উচ্ছ্বাসে অতীত নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া,
ক্ষণে ক্ষণে চমৎকার ঢেউ,
হঠাৎ ভেঙে অজস্র বুদবুদ,
অবিন্যস্ত স্বপ্নগুলো, - হৃদয় মাঝে ব্যথা,
নির্জনে তুমি যেন এখনো উজ্জ্বল।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

ঈশ্বর

কিশলয় গুপ্ত

তোমাকেই ঈশ্বর মেনেছি- তাই
সিন্দুকে লুকানো শব পোড়া ছাই
জমিয়ে রাখছি দু'হাতে।
কোন দিন দেখা হলে তোমার সাথে
চুকিয়ে দেব যত ছিল ঋন।

বলতে পারো- আর কত দিন
কত রাত হেলায় পার করে
মোমবাতি জ্বালিয়ে দেবে শিয়রে?
আজও গুনগুনাই তোমারই গান
কিসের এত অভিমান!?

প্রতিক্রিয়া

সাজু কবীর

কালো কালো জুলুম-প্রহর
হাসে তাতে মধ্যযুগ, শুরু হয়
প্রতিবাদ-জ্বর...

লাখ লাখ বিদ্রোহী কুহর
ত্রাসে কাঁপে স্বৈরাচার, জেগে ওঠে
ন্যায়ের নগর...

লাল লাল রক্তের নহর
স্বর্ণালি সকাল তাতে, ভেসে আসে
রেনেসাঁ-বহর...

তাল তাল কুয়াশা-চাঙড়
তেজস্বী পেশি মরুপ্রান্তরে হয়
বরফের ঘর...

অন্ধকারের কবিতা

জয়ন্ত সিনহা মহাপাত্র

বড় পাখাটার নীচে বসে আছি
হাওয়া দুলছে, চমৎকার হাওয়া
ডাইনে বাঁয়ে বুঝতে পারি না
বেঁচে থাকাটাও ঠিক সেরকম
খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, হাঁটছি
সব ঠিক আছে মনে হয়
আসলে কিচ্ছুটি ঠিক নেই
অন্ধকার সময়, চরম অমানিশা।

যে কবিতা লিখতে চেয়েছিল
সে এখন মাইগ্রেন লেবার
যে নাটককার হতে চেয়েছিল
গণসঙ্গীত গাইতে ভালোবাসতো
তার বিবেকে তালা পড়েছে,
যে শুধু ভালোবাসতে চেয়েছিল
সে পাগল, তালাবন্দি, একা
অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার এখন।

পার্টির নেতা হবার যার কথা
সে এখন পাঞ্জাবি পরা মাস্টার
যার মাস্টার হবার কথা ছিল না
সে এখন চমৎকার অধ্যাপক
যারা একদিন খুব বন্ধু ছিলো
তারা ঠিক সময়ে হাত ছাড়লো
হাত ধরা, ছাড়া দুটোই আর্ট
সব শিক্ষা যেমন ইস্কুলে হয় না
সব শতকে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মান না
এই শতক বাঙালির কাছে বন্ধ্যা

আইকন নেই, আইকনরা ক্ষণজন্মা।

সমীর কুমার ভৌমিক
-এর ২টি কবিতা

সূর্য বন্দনা

সূর্য আমার উঠছে আবার
রাতের আকাশ চিরে
ভোরের আলোয় স্নিগ্ধ সকাল
আসছে আবার ফিরে!

দারুণ ভালো লাগছে আমার
কোমল আলো মেখে
চনমনে মন খুশির ঝিলিক
সকাল সূর্য দেখে।

এমনি করেই এসো তুমি
রোজ রাত্রির শেষে
ভরিয়ে দিও নতুন আলোয়
একটু মধুর হেসে !

মরবে সে জন মরবে

লাজ নেই যার মরমে আর
সে কি লাজে মরবে?
নষ্ট সাথির পরশ পেলেই
অশ্লীলতায় ভরবে!

সত্য কথায় মনে-প্রাণে
অনেক জ্বালা ধরবে।
নষ্ট-নেশার স্বাদ পায় যে
নষ্টামিতেই মরবে!

ভালোবাসার আগল দিয়ে
কেমনে তারে ধরবে?
আপন কবর খনন করে
মরবে সে জন মরবে!

ভালোবাসার গভীরতা

সুজিত ঘোষ

আমি কি কখনো ছিলাম আমার
তুমি জানো আমি শুধুই তোমার
আমার বলে আমার তো নেই কিছুই
চোখের জল সেও তো তোমারি দান।

তুমি বলেছিলে আমি যদি শুষ্ক মরুভূমি হই
তুমি বৃষ্টি হয়ে ভিজিয়ে দিবে
তোমার মিথ্যাচারে ভুলে আমি
আমার সব কিছু দিয়েছিলাম তোমাকে।

তুমি কি কখনো দেখেছো ভেবে
কাউকে ঠকানোর মাঝে কি সুখ আছে
হয়তো তুমি নিজেকে ভাবছো জয়ী
মনকে প্রশ্ন করো পেয়ে যাবে উত্তর।

আকালের বিশালতা দেখেছো হয়তো
কিন্তু একবারের জন্যও ভাবনি তুমি
তোমার ছায়া পড়ে যেখানে সেখানেই কেন
আমি সারাক্ষণ বুক পেতে থাকতাম।

যেখানেই সীমানা তোমার সেখানে থেমেছি
হাজারো স্বপ্ন বুকে নিয়ে তোমার ছবি এঁকেছি
তোমার দুরন্তপনায় হতাম আবেগময়
সেই তুমি আমার আবেগ নিয়ে করেছো ছল।

কখনো কি ছিলাম আমি আমার
ভাবনার খাতা শূন্য করে
আমাকে ফতুর করে হাঁসছো তুমি
পারিনি কাউকে মনের আঙিনায় আনতে।

আজো আমার ব্যস্ততার মাঝে আছো তুমি
পাড়িন তোমার থেকে আলাদা হতে
এখনো বৃষ্টি নামলে ছাঁদে খুঁজি তোমাকে
লেপ্টে যাওয়া শাড়ির মত অঙ্গে রবো বলে।

তোমার দেওয়া কথা গুলো যখন ভাবি
নীরবে হাঁসি আর নিজেকে প্রশ্ন করি
কখনো কি ছিলাম আমি আমার
দেখলে না তুমি আমার ভালোবাসার গভীরতা।

রাজ্য

সিবিআইএর গাজিয়াবাদের গোপন তল্লাশিতে মিলল ব্রহ্মাস্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্য পুলিশ কীভাবে তদন্ত করেছিল, কী হয়েছিল এই সবকিছুর উপরে উঠে একটা সময় কলকাতা হাইকোর্টের তরফে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে এই নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত করার নির্দেশ দেয়। কলকাতা হাইকোর্টের সেই নির্দেশ পাওয়ার পর সিবিআই-এর তদন্তকারী আধিকারিকরা সবথেকে যে বড় পদক্ষেপটি গ্রহণ করেছিল তা হল, গাজিয়াবাদে সিবিআইয়ের মোক্ষম তল্লাশি অভিযান। সিবিআই সূত্রের খবর, তদন্তে নেমে প্রথমেই গাজিয়াবাজে নাইসার একটি অফিসে তল্লাশি অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা। আর সেদিন সেই সিবিআইয়ের তল্লাশিই বড় হয়ে দাঁড়াল সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে। জানা গিয়েছে, রাজ্যের তরফ থেকে নাইসা নামক একটি সংস্থাকে পরীক্ষার ওএমআর শিট তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছিল। সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকরা সেখানে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে পঞ্চক বনসলের অফিস থেকে তিনটি হার্ডডিস্ক উদ্ধার করে। সেখান থেকেই জানা যায়, যে চাকরিপ্রার্থীরা পরীক্ষার খাতায় শূন্য পেয়েছিল তাদের সেখানে পাশ করানো হয়েছিল। এরপর প্রশ্ন ওঠে নাইসার ভূমিকা নিয়ে। নাইসা মূলত ওএমআর শিট তৈরির বরাত পেয়েছিল। ফলে সেই সংস্থার ভূমিকা এখন প্রশ্নের মুখে। সোমবার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৬ সালের গোটা প্যানেলই বাতিল করে দিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে এদিন এই ঘটনার রায় দেওয়া হয়। একই সঙ্গে, আদালতের তরফে স্পষ্টভাবে জানানো হয় যে, যারা ঘুরপথে চাকরি পেয়েছিল তাদের এতদিন সরকারের যে বেতন তারা পেয়েছে, সেই টাকাও ফেরত দিতে হবে। আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে এই বেতন ফেরাতে হবে। প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে এই বেতন ফেরাতে হবে। ডিআই এবং জেলাশাসকের মারফত এই টাকা ফেরাতে হবে। এছাড়াও প্রত্যেক জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে বা যারা এই ঘুরপথে চাকরি পেয়েছিল বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের শনাক্ত করতে হবে।

'জোচ্চর, এবার তোমাদের ফাঁসিতে চড়ানো উচিত'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছিলেন তিনি। সিবিআই তদন্তের নির্দেশও দেন তিনি। যদিও পরবর্তীতে বিচারব্যবস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে রাজনীতির ময়দানে নেমেছেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন সোমবার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দিয়েছে। এর ফলে চাকরি হারিয়েছেন ২৫ হাজার ৭৫৩ জন। হাইকোর্টের এই নজিরবিহীন রায়ের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় নিশানা করলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীকে 'জোচ্চর' বলে কটাক্ষ করার পাশাপাশি তাঁর পদত্যাগও দাবি করেন প্রাক্তন বিচারপতি। তাঁর কথায়, আশা করছি, নির্বাচিত সরকার আজকেই পদত্যাগ করবে। আমার ক্ষমতা থাকলে আমি কান ধরে টেনে নামাতাম। মিথ্যাচারী মুখ্যমন্ত্রী বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের ঠকিয়েছিলেন। চোর শিক্ষামন্ত্রী জেলে রয়েছে। আমার হাতেও ধরা পড়েছিলেন। আদালতেও ধরা পড়লেন। আজকের দিনে একটাই কথা বলব, 'চোর-জোচ্চর' মুখ্যমন্ত্রীর আর একটা দিনও ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়। 'জোচ্চর', তোমাদের ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত। এদিন উচিত শিক্ষা পেয়েছ। রায় নিয়ে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে যোগ্যদের দ্রুত চাকরি দেওয়ার দাবি তুলেছেন তিনি। প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে অত্যন্ত আনন্দিত।

টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগ, কমিশনে গেলেন লকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ টাকা নিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছে তৃণমূল। তাই ম্যানিব্যাগ বিলি করছে হরিপাল ও সিঙ্গুরে। এমনই অভিযোগ আনলেন হুগলি লোকসভার বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, নববর্ষ উপলক্ষে তৃণমূলের প্রতীক ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া একটি প্লাস্টিকের ম্যানিব্যাগ দিচ্ছে তৃণমূল। এতেই ভোটারদের বাড়ি বাড়ি টাকা পৌঁছে দিচ্ছে তারা। বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের টার্গেট করছে তারা, এমনটাও অভিযোগ হুগলির বিদায়ী সাংসদের। পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন বলেও জানান লকেট। এদিন হুগলি বিজেপি জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, "তৃণমূল হরিপাল, সিঙ্গুরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের মানিব্যাগ দিচ্ছে। ব্যাগে কী ছিল তা মহিলারা বলতে চাননি। তবে এর মধ্যে টাকাই থাকবে। টাকা দিয়ে ভোট কিনতে চাইছে ওরা। ব্যাগে লেখা আছে নববর্ষের উপহার। এইরকম উপহার তো অনেকেই দিতে পারে। কিন্তু এখন নির্বাচন আচরণ বিধি চালু আছে, সেই বিধি ভঙ্গ করা হয়েছে। আমরা কমিশনে নালিশ জানাচ্ছি।" এখানে প্রতিকার না-পেলে কলকাতায় নির্বাচন কমিশনে যাবেন বলে দাবি লকেটের। এর পালটা জবাবে হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল চেয়ারপার্সন অসীমা পাত্র বলেন, "লকেট চট্টোপাধ্যায় তো এসব বলবেন। কারণ তিনি তো মানি দিয়ে ভোট কেনেন। ২০১৯ সালে কোটি কোটি টাকা খরচা করেছিলেন। আবার ২০২৪ সালে ছেলেদের টাকা দিয়ে ভোট কিনছেন। তৃণমূলের ভোট কেনার জন্য মানুষকে টাকা দিতে হয় না । পশ্চিমবঙ্গের জনগণ মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে যা প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে তাতে উন্নয়নে ভোট দেবে। তাই তৃণমূলকে টাকা দিতে হয় না। বিজেপির গাড়ি থেকেই টাকা পাওয়া যাচ্ছে। বিজেপি ধমকে চমকে টাকা নেয় হাজার হাজার কোটি টাকা তাদের ফান্ডে নিচ্ছে এটা তৃণমূলের প্রয়োজন হয় না।" লকেট এদিন আরও একটি চিঠি দেখিয়ে নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে হুগলির একাধিক তৃণমূলের নেতার নাম বলেন। তিনি আরও বলেন, "নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অয়ন শীল গ্রেফতার হয়েছেন কয়েকদিন আগেই।

মজা মশকরা করে গরম কাটাতে চাইছে বঙ্গবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ মজা করেই বেঁচে থাকা। সেই বিয়াল্লিশে কলকাতায় বোমা ফেলেছিল জাপানিরা। তা নিয়ে ছড়া কেটেছিল কেউ কেউ। 'সারেগামাপাধানি বোম ফেলেছে জাপানি।' মাঝে কেটে গিয়েছে ৮২ বছর। বদলায়নি কিছুই। বিপদ যেমনই হোক, তা নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি বহাল। চলতি গ্রীষ্মে পশ্চিমবঙ্গের জন্য তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে ইন্ডিয়ান মেটেরোলজিকাল বিভাগ। আগামী ক'দিন ৪২ থেকে ৪৪ ডিগ্রিতে শহরকে পোড়াবে সূর্য! পড়শি রাজ্য ওড়িশায় সানস্ট্রোকে ইতিমধ্যেই একজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাতে কী? কাটফাটা গ্রীষ্মকে নিয়ে মিম বানাতে ছাড়ছে না বাঙালি! ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ছেয়ে গিয়েছে মিমে। গায়ে ফোসকা পড়া গরমকে নিয়ে রীতিমতো ফাজলামি-রঙ্গ চলছে সামাজিক মাধ্যমে। সকাল হতে না হতেই পুড়িয়ে দেওয়ার মতো সূর্যের তেজ। চারতলার বিছানা আগুনের মতো তেতে। তার মধ্যেই কেউ লিখেছেন, "দুপুরে স্বামী-স্ত্রী এক বিছানায় শুলে মনে হচ্ছে সতীদাহ প্রথা ফিরে এসছে।" হাসি ঠাট্টা চলতে না চলতেই... অন্য আরও এক পেজে নয়া মিম। "গাছ পুঁতুন নয়তো সূর্য আপনাকে পুঁতে দেবে।" কিছু 'মিম-বানিয়ে' আবার সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব নিয়ে বইয়ের তথ্যকে নস্যাৎ করেছে। তাঁরা বলছেন, "মোটেও সূর্যের বাড়ি ১৫ লক্ষ কোটি কিলোমিটার নয়। ধর্মতলায় গেলেই সূর্যকে দেখা যাচ্ছে। বলছে কী রে আবার গাইবি নাকি.. কেন রোদের মতো হাসলে না?" এই পাগল করা গরমে 'বিটিং দ্যা হিট' লিখে অভিজাত ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা সুইমিং পুলে জলকেলি করার ভিডিও দিচ্ছেন। তবে যাঁদের সে সুযোগ নেই, পুরনো ঝড়বৃষ্টির ভিডিও দেদার শেয়ার করেছেন ফেসবুকে। অতি উৎসাহী আবার লিখেছেন, "খুব গরম লাগছিল, ক্যালেন্ডারের পাতাটা উল্টে ডিসেম্বর করে দিলাম। এখন সবকিছু ঠিক আছে।"

সন্দেশখালির ছায়া শান্তিপুরে! অভিযুক্ত শাসক দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ সন্দেশখালির ছায়া এবার শান্তিপুরে! রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে একাধিক মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। বিজেপি প্রার্থীর জগন্নাথ সরকারের দাবি, অভিযুক্তরা শাসকদলের সমর্থক। ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুর থানার বাগাচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের করমচাঁপুর এলাকার। বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের অভিযোগ, বেশ কয়েক বছর ধরেই মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করছে প্রদীপ সরকার নামে এক ব্যক্তি। রাত হলেই অভিযুক্ত বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে ঘুমন্ত মহিলাদের গায়ে হাত দিচ্ছে। জানালা দিয়ে মহিলাদের উঁকি মেরেও দেখে ওই অভিযুক্ত। এর আগেও তাঁরা প্রশাসনকে একাধিকবার বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছেন। কিন্তু অভিযোগ হাতে পেলেও প্রশাসন কর্ণপাত করেনি বলেই অভিযোগ জগন্নাথের। দিন কয়েক আগে এই একই কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় অভিযুক্ত। বাড়ির বাকিদের নজরে আসতেই পালিয়ে যায় সে। এরপর অতিষ্ঠ হয়ে ফের থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে এলাকাবাসীরা। কিন্তু অভিযোগ জানানোর ৭২ ঘণ্টা পার হওয়ার পরও এলাকায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই অভিযুক্ত ব্যক্তি। উপরন্ত যারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছেন, তাঁদেরও হুমকি দিচ্ছে সে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই রবিবার এলাকায় যান রানাঘাট কেন্দ্রের বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ তথা এবারের প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। তিনি এলাকার মহিলাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিষয়টি জানতে পারেন। এরপর সকলকে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির আশ্বাস দেন তিনি।

ডাম্পিং গ্রাউন্ড বদলে গ্রিন ফিল্ড, উদ্যোগী প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ এলাকার মাত্রাতিরিক্ত দূষণ কমাতে এবার ধাপার মতোই বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে লাগোয়া ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বর্জ্যের পাহাড় কমাতে একাধিক পদক্ষেপ করছে রাজ্য প্রশাসন। সরকারি সূত্রে খবর, কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি প্রমোদনগরে জমা হওয়া বর্জ্যকে কাজে লাগিয়ে জৈব গ্যাস, প্লাস্টিকের চেয়ার-টেবিল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সঙ্গে ধাপার মতোই বায়ো মাইনিং পদ্ধতিতে গ্রিন ফিল্ড তৈরি হবে। কেএমডিএর এক কর্তা বলেন, 'ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বর্জ্যের পাহাড় আমরা আর রাখতে চাইছি না। সে কারণেই প্রমোদনগরের ডাম্পিং গ্রাউন্ড ঘিরে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে দূষণ যেমন ঠেকানো যাবে, তেমনই বর্জ্য ফেলার জন্য জায়গার অভাবও হবে না।' ইএম বাইপাস সংলগ্ন ধাপাকে মূলত জঞ্জালের পাহাড় হিসেবেই সকলে জানেন। কিন্তু, গত কয়েক বছরে আমূল বদলে গিয়েছে ধাপা। ৬০ একর জায়গা জুড়ে থাকা ধাপার বড় অংশ জুড়ে বায়ো মাইনিং পদ্ধতিতে জঞ্জালের স্তূপের উপর কৃত্রিম পদ্ধতিতে বসেছে সবুজ ঘাস। যার দৌলতে এখন ধাপাকে দেখতে লাগছে বাগানের মতো। কলকাতা পুরসভার এক কর্তা বলেন, 'ধাপাকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলেছি। আগামী দিনে এই জায়গায় বিনোদনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। সে জন্যই গ্রিন ফিল্ড তৈরি করা হয়েছে।' ধাপার মতোই প্রমোদনগরের ডাম্পিং গ্রাউন্ডেও যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায়, সে জন্য সেখানে গ্রিন ফিল্ড তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কেএমডিএ সূত্রে খবর, প্রমোদনগরে প্রতিদিন জমা হওয়া বর্জ্য পৃথকীকরণের পরে তার একাংশ দিয়ে জৈব গ্যাস তৈরি হবে। এই প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছ থেকেও সমস্ত রকমের সাহায্য নিচ্ছেন কেএমডিএ আধিকারিকরা।

ক্রীড়া-সংবাদ

শিরোপার আরও কাছে রিয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে শুধু লা লিগাতেই গোল লাইন প্রযুক্তি নেই। কেন? গত বছর মে মাসেই জানিয়েছেন লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস। বলেছেন, গোল লাইন প্রযুক্তি 'বেশ ব্যয়বহুল।' ওদিকে গত অক্টোবরে তেবাসের বাৎসরিক বেতন বাড়িয়ে ৫৪ লাখ ইউরো করার প্রস্তাবে স্পেনের প্রায় ৪০টি ক্লাবের ভোট দেওয়ার গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। সে যা হোক, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর এল ক্লাসিকোতে ৩-২ গোলে হারের পর গোল লাইন প্রযুক্তির অনুপস্থিতি নিয়ে আক্ষেপ করতে পারেন বার্সার সমর্থকেরা। বলতে পারেন, যে প্রযুক্তি ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বিভাগ লিগে আছে, সেটা ব্যবহার করতে না পারলে আর শীর্ষ পাঁচ লিগের কাতারে থাকা কেন! ম্যাচে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী তখন ১-১ গোলের সমতায়। ২৮ মিনিটে বার্সার কর্নার থেকে লামিনে ইয়ামালের টোকা কোনোমতে ঠেকান রিয়াল মাদ্রিদ গোলকিপার আন্দ্রি লুনিন। ক্যামেরার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল দেখেও ঠিক নিশ্চিত হওয়া যায়নি বলটি পুরোপুরি গোললাইন পেরোনোর আগেই লুনিন ঠেকিয়েছেন কি না! ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) প্রযুক্তির রায় মেনে গোল দেননি মাঠের রেফারি। ধারাভাষ্যকারেরাও সে সময় গোললাইন প্রযুক্তির অনুপস্থিতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপারটি ইতমধ্যেই ঝড় তুলেছে। গোলটি পেলে যে বার্সাকে হারতে হয় না, রিয়ালও লিগ শিরোপার হাত ছোঁয়া দূরত্বে যায় না! ৩২ ম্যাচে ৮১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে রিয়াল। সমান ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় বার্সা। ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় জিরোনা। হাতে ৬ ম্যাচ রেখে বার্সার সঙ্গে ১১ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে রিয়াল। এই ৬ ম্যাচ থেকে সর্বোচ্চ ১৮ পয়েন্ট তুলে নিতে পারবে বার্সা। এখনই ১১ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় নিজেদের বাকি ৬ ম্যাচ থেকে আর ৮ পয়েন্ট তুলে নিতে পারলেই ৩৬তম লিগ জয় নিশ্চিত হবে রিয়ালের। অন্যদিকে বার্সা ট্রফি ছাড়াই মৌসুম শেষের অপেক্ষায়। বার্সা কিন্তু জেতার সুযোগ পেয়েছিল। ম্যাচের ৬ ও ৬৯ মিনিটে দুবার এগিয়ে গিয়েছিল কাতালান ক্লাবটি। ৬ মিনিটে রাফিনিয়ার কর্নার থেকে গোল করেন আন্দ্রেয়াস ক্রিশ্চিনসেন। ১২ মিনিট পর বার্সার বক্সে লুকাস ভাসকেজকে সমন্বিত প্রচেষ্টায় ফাউল করেন পাও কুবারাসি ও হোয়াও কানসেলো। পেনাল্টি পায় রিয়াল। স্পটকিক থেকে ঠান্ডা মাথায় গোল করেন ভিনিসিয়ুস। প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে ডান পায়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন বার্সার মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়াং। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে ক্রিশ্চিনসেনের বদলি হয়ে নামা ফারমিন লোপেজ বার্সাকে গোল এনে দেন ৬৯ মিনিটে। অফসাইডের প্যাঁচে পরে তোরেসও পরে গোলের সুযোগ নষ্ট করেন।

প্রত্যাশা নিয়ে মাথা ঘামাই নাঃ পান্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ গুজরাট টাইটানস থেকে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে ফেরার পর দর্শক-সমর্থকদের সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়ার দূরত্ব যেন বেড়েই চলেছে। এবারের আইপিএলে বেশ কয়েকবার মাঠে দুয়ো শুনেছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানস অধিনায়ক। এবার পান্ডিয়াও দর্শক-সমর্থকদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানিয়েছেন। বলেছেন, সমর্থকদের প্রত্যাশা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। রোহিত শর্মার জায়গায় মুম্বাইয়ে অধিনায়ক হওয়া পান্ডিয়া আজ আইপিএলে নিজের শততম ম্যাচ খেলবেন। জয়পুরে মুম্বাইয়ের প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস। স্টার স্পোর্টসের 'ক্যাপ্টেনস স্পিক' পর্বে অধিনায়কত্ব নিয়ে কথা বলেছেন পান্ডিয়া। সেখানে চ্যালেঞ্জের প্রসঙ্গ টেনে ৩০ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার বলেন, 'চ্যালেঞ্জ মজার। তবে আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, কোনটা চ্যালেঞ্জিং, আমি বলব ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রত্যাশা, সমর্থকদের প্রত্যাশা। সত্যি বলতে কি, যেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, এর চেয়ে বরং কিছুটা চাপ বা ব্যস্ত জীবনই আমি চাই। কারণ, তখন মনে হয় আমি কার্যকর কিছু করছি।' এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত সাত ম্যাচ খেলে চারটিতে হেরেছে মুম্বাই। প্লে-অফ সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে প্রতিটি জয়ই গুরুত্বপূর্ণ। তবে জয়পুরে মুম্বাইয়ের রেকর্ড খুব একটা পক্ষে নেই। রাজস্থানের মাঠে সাত ম্যাচ খেলে মাত্র দুটিতে জিততে পেরেছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। পান্ডিয়া অবশ্য অতীত নিয়েও বেশি মাথা ভাবতে চান না, 'আমরা কখনোই হাল ছেড়ে দিই না। এটা মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা আমার কাছে রোমাঞ্চকরই লাগে, চ্যালেঞ্জ আমাকে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।' এ মৌসুমে রোহিত শর্মাকে সরিয়ে পান্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর থেকে সময়টা ঠিক সুবিধার যায়নি মুম্বাইয়ের।

অধিনায়ক বাবরের আরেকটি রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। এক সিরিজ পরই নাটকীয়ভাবে ফিরে পান সেটি। নেতৃত্ব ফিরে পেয়ে অধিনায়ক হিসেবে এবার নতুন রেকর্ডও গড়ে ফেললেন বাবর আজম। অধিনায়ক হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চকে ছাড়িয়ে গেছেন বাবর। গতকাল রাওয়ালপিন্ডিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হারা ম্যাচে ২৯ বলে ৩৭ রানের ইনিংস খেলার পথে ফিঞ্চকে ছাড়িয়ে যান পাকিস্তান অধিনায়ক। দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় বাবরের রান এখন ২২৪৬, ফিঞ্চের ছিল ২২৩৬। এ তালিকায় শীর্ষ পাঁচজনের তিনজনই এখনো দলের অধিনায়কত্ব করছেন—বাবর ছাড়াও নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন ও ভারতের রোহিত শর্মা। একমাত্র ফিঞ্চই অবসরে গেছেন। বিরাট কোহলি খেললেও অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছেন আগেই। বাংলাদেশের অধিনায়ক হিসেবে সর্বোচ্চ রান সাকিব আল হাসানের—৩৯ ম্যাচে ৮২৬। এ তালিকায় তিনি অবশ্য বেশ পিছিয়ে। কমপক্ষে ১ হাজার রানই আছে ১৭ জনের। অধিনায়ক হিসেবে বাবরের ব্যাটিং গড় ৩৭.৪৩, স্ট্রাইক রেট ১২৯.৩০। শীর্ষ পাঁচে থাকা অধিনায়কদের মধ্যে একমাত্র উইলিয়ামসনের স্ট্রাইক রেটই (১২৩.৬১) বাবরের চেয়ে কম। ২০১৯ সালে প্রথমবার পাকিস্তানকে এ সংস্করণে নেতৃত্ব দেওয়া বাবরের একটা রেকর্ড অবশ্য আগে থেকেই আছে—অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাবরের তিনটি শতকই এসেছে অধিনায়ক থাকা অবস্থায়। অধিনায়ক হিসেবে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির তালিকায় বাবর যৌথভাবে শীর্ষে আছেন রোহিতের সঙ্গে। আরেকটা জায়গায় অবশ্য বাবরই এগিয়ে। অধিনায়ক হিসেবে তাঁর ৫০ বা এর বেশি রানের ইনিংস ২৩টি। তালিকার দুইয়ে থাকা উইলিয়ামসনের ১৬টি। পাকিস্তানকে এরই মধ্যে দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দিয়েছেন বাবর—২০২১ ও ২০২২ সালে। দুবারই শেষ চারে খেলেছে পাকিস্তান।

ভিএআর রেফারি অন্য দলের সমর্থক! তুলকালাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গতকাল এভারটনের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে নটিংহাম ফরেস্ট। ম্যাচের পর পেশাদার গেম ম্যাচ অফিশিয়ালস লিমিটেডের (পিজিএমওএল) প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ফরেস্ট। কারণ? ম্যাচের আগে পিজিএমওএল কর্তৃপক্ষকে ফরেস্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, এই ম্যাচের ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি স্টুয়ার্ট অ্যাটওয়েল লুটন টাউনের সমর্থক। তাঁকে এই ম্যাচ পরিচালনা থেকে সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল ফরেস্ট; কিন্তু পিজিএমওএল অনুরোধটি রাখেনি। ম্যাচে ফরেস্টের তিনটি পেনাল্টির আবেদন নাকচ করে দেন মাঠের রেফারি অ্যান্থনি টেলর ও ভিএআর রেফারি অ্যাটওয়েল। এরপর আর চুপ করে থাকেনি প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলে ৩৪ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ১৭তম স্থানে নেমে যাওয়া ক্লাবটি। অবনমন অঞ্চলে নেমে যাওয়া থেকে আর এক ধাপ দূরে আছে ফরেস্ট। তাদের সমান ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে ১৮তম (অবনমন অঞ্চলে) লুটন। ফরেস্ট ম্যাচটি জিততে পারলে কিংবা ড্র করলেও অবনমন অঞ্চলে থাকা তিনটি ক্লাবের সঙ্গে তাদের ব্যবধান আরেকটু বাড়ত। তার ওপর তিনটি পেনাল্টির দাবি নাকচ হওয়ায় ফরেস্টের একটু খেপে ওঠাও অস্বাভাবিক কিছুই না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ সেই ক্ষোভটাই গতকাল প্রকাশ করেছে ফরেস্ট, 'তিনটি খুব বাজে সিদ্ধান্ত। তিনটি পেনাল্টি দেওয়া হয়নি, যেটা আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছি না। ম্যাচের আগে আমরা পিজিএমওএলকে জানিয়েছিলাম ভিএআর রেফারি লুটনের সমর্থক। কিন্তু তারা তাকে (ম্যাচ থেকে) সরিয়ে নেয়নি। এভাবে একাধিকবার আমাদের ধৈর্য পরীক্ষা করা হয়েছে। নটিংহাম ফরেস্ট এখন বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে।' তবে বিবিসি স্পোর্ট জানিয়েছে, ভিএআর দায়িত্ব থেকে অ্যাটওয়েলকে সরিয়ে নেওয়ার কথা ম্যাচের আগে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে বলেনি ফরেস্ট। ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) ফরেস্টের এই পোস্টের ব্যাপারে তদন্তে নেমেছে।

কেন এত বিতর্ক!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে বিরাট কোহলির আউট নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। 'নন-পিচিং' ডেলিভারি বা ফুলটসের নো বল নির্ধারণে প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন উপায়ের আশ্রয় নিয়েছে আইপিএল। সেটি দিয়ে নির্ধারিত হওয়া কোহলির আউটের পক্ষে-বিপক্ষে ভিন্ন রকম মত দিচ্ছেন ক্রিকেট-বিশ্লেষক ও সাবেক ক্রিকেটাররা। গতকাল ১ রানে হারা ম্যাচে ইডেন গার্ডেনে হারশিত রানার ফুলটসে ৭ বলে ১৮ রান করে আউট হন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ব্যাটসম্যান কোহলি। ফুলটসে ভড়কে গিয়ে লিডিং এজে ফিরতি ক্যাচ দেন কোহলি, অনফিল্ড আম্পায়ার নো বল না দিলে সেটি রিভিউ করেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে না থাকলেও আইপিএলে ওয়াইড এবং নো বলের সিদ্ধান্তও রিভিউ করা যায়। টেলিভিশন আম্পায়ার অবশ্য মাঠের সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন। সে সিদ্ধান্ত আসার পর মাঠের আম্পায়ারদের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যায় দৃশ্যত ক্ষুব্ধ কোহলিকে। তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দেন কোহলির ওপেনিং সঙ্গী ও বেঙ্গালুরু অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসিও। মাঠ ছেড়ে যাওয়ার সময়ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় কোহলিকে। আইপিএলের নতুন পদ্ধতিতে বলের অনুমিত গতিপথের সঙ্গে দাঁড়ানো অবস্থায় ব্যাটসম্যানের পা থেকে কোমর-উচ্চতার পার্থক্য মেপে নির্ধারণ করা হচ্ছে নো বল। ব্যাটসম্যানের এ উচ্চতা আগে থেকেই মেপে রাখা হয়েছে। এর আগে বিসিসিআইয়ের এক ভিডিওতে ম্যাচ রেফারি জাভাগাল শ্রীনাথ বলেছিলেন, অফিশিয়াল ফটোশুটের সময়ই সেটি করা হয়েছে। আর বলের উচ্চতা মাপা হচ্ছে হক-আইভিত্তিক বল ট্র্যাকিং পদ্ধতিতে। অবশ্য ব্যাটে যখন বল লাগে, তখনো সেটির গতিপথ অনুযায়ী তা কোহলির কোমরের ওপরেই ছিল। কিন্তু স্লোয়ার বলটি নিচু হচ্ছিল, কোহলিও ছিলেন ক্রিজের বাইরে। বলটি পপিং ক্রিজ পর্যন্ত পৌঁছালে যে উচ্চতায় (০.৯২) থাকত, সেটি কোহলির কোমরের উচ্চতার (১.০২) কমই ছিল বলে টেলিভিশন আম্পায়ার মাঠের সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন। ইরফান পাঠান এক্সে এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন সেটিই, নিয়ম অনুযায়ী কোহলি আউটই ছিলেন। তবে সাবেক ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ কাইফের কাছে এ সিদ্ধান্তকে মনে হচ্ছে 'অন্যায্য'। তিনি বলেছেন, 'ব্যাটের সঙ্গে সংযোগের সময় বল যদি কোমর-উচ্চতায় থাকে, তাহলে এটি নো বল হিসেবে গণ্য করা উচিত। এবং আমার সব সময়ই মনে হয়েছে, বল ট্র্যাকিংয়ে এর নিচু হওয়ার গতিপথটি বেশি তীক্ষ্ণ দেখানো হয়েছে।' আরেক সাবেক ব্যাটসম্যান ওয়াসিম জাফর অবশ্য বলছেন, নিয়ম এমন বললেও সেটি বদলানো উচিত। তাঁর মতেও ব্যাটের সঙ্গে যখন বলের সংযোগ ঘটবে, সেই সময়ে দেখা উচিত বলটি কোমর-উচ্চতায় ছিল কি না। এমসিসির আইনের ৪১.৭.১ নম্বর ধারা অনুযায়ী, যেকোনো ডেলিভারি পিচে না পড়ে পপিং ক্রিজে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ব্যাটসম্যানের কোমর-উচ্চতার ওপর দিয়ে অতিক্রম করলে বা অতিক্রম করত এমন হলে সেটি অন্যায্য বলে গণ্য করা হবে। এমন ডেলিভারি হলে আম্পায়ার নো বল ডাকবেন।

বক্স অফিস

এখনও 'উত্তম' ক্রেজ একই রকম আছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ ঠিক একমাস আগে বহু অপেক্ষার পর মুক্তি পায় অতি উত্তম। দর্শকদের থেকে দারুণ সাড়া পেয়েছে এই ছবি। মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেলেও বক্স অফিসে দারুণ ভালো সফল সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবিটি। এই প্রথমবার কোনও অভিনেতার মৃত্যুর প্রায় ৪৪ বছর পর তাঁকে এভাবে পর্দায় ফিরিয়ে আনা হল। শুধু তাই নয়, সেই ছবির তিনিই অন্যতম মুখ্য চরিত্র। ফলে বিষয়টা যে খুব একটা সহজ ছিল সেটা নয়। কিন্তু কীভাবে তৈরি হয়েছে অতি উত্তম? উত্তম কুমারের বিভিন্ন ছবির ক্লিপ কেটে কেটে বানানো হয়েছে অতি উত্তম। শ্যুটিংয়ের সময় তিনি ছিলেন না। কিন্তু শ্যুটিংয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কীভাবে মহানায়ককে সেই দৃশ্যে আনা হয়েছে সেটাই তুলে ধরলেন সৃজিত। একই সঙ্গে জানান শ্যুট চলাকালীন কীভাবে তাঁরা সমস্ত চরিত্রদের চলাচল, হামসকলদের কাজ, ইত্যাদি ঠিক করেছেন ভিএফএক্সের সাহায্যে। এদিন এই দুটো ছবি পোস্ট করে সৃজিত মুখোপাধ্যায় লেখেন, 'অতি উত্তম ছবির শ্যুটিংয়ের সময় এটাই ছিল আমাদের মনিটর কনসোল। লেন্সিং, ক্যামেরা মুভমেন্ট, চরিত্রদের চলাচল, ইত্যাদি একই সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে ভিএফএক্সে মনিটর আর ক্যামেরা মনিটরের সাহায্যে। সেখানে আবার একই সঙ্গে উত্তম কুমার যে দৃশ্যে আছেন বা নেই তবে পুরনো ছবির ক্লিপ কেটে সেগুলোকে সুপার ইমপোজ করা হয়েছে।' এটা বানাতে যে দারুণ চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয়েছে এবং কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঠোঁট ফুলে ঢোল! কটাক্ষের মুখে হেমাকন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ মায়ের জন্য ভোটের প্রচার করতে গিয়েছিলেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানাচ্ছিলেন মথুরায় হেমা মালিনীর মতো সাংসদের কতটা প্রয়োজন। তবে এষা দেওলের কথার চাইতে তাঁর ঠোঁটের দিকে বেশি নজর নেটপাড়ার। তাই হয়ে উঠেছে হাসির খোরাক। ভারতীয় জনতা পার্টির টিকিটে ২০১৪ সাল থেকেই মথুরা কেন্দ্রে জিতছেন হেমা মালিনী। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনেও ওই একই কেন্দ্র থেকে লড়ছেন। মায়ের প্রচারের জন্যই বোন আহানাকে নিয়ে মথুরা পৌঁছে যান এষা। সেখানকার এক কলেজে প্রচারের ফাঁকে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি। মথুরার উন্নয়ন প্রসঙ্গে নানা কথা বলেন। এদিকে নেটিজেনরা বলতে শুরু করেছেন এষার ফুলে যাওয়া ঠোঁটের কথা। "আরে এর ঠোঁটে হল কী, বেকার লাগছে তো। আগে কত সুন্দর ছিল", "কে জানে এঁরা কেন নিজেদের শরীর পালটে ফেলতে চায়", "মুখে অতিরিক্ত সার্জারির ফল", এমন মন্তব্য করা হয়েছে এষার ভিডিওয়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেই ১১ বছরের বিয়ে ভাঙার কথা জানিয়েছিলেন এষা। ২০১২ সালের জুন মাসে দীর্ঘ দিনের প্রেমিক ভরত তখতানির সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন ধর্মেন্দ্র-হেমার বড় মেয়ে। বিয়ের বছর পাঁচেক পর ২০১৭ সালে তাঁদের প্রথম সন্তান রাধ্যার জন্ম হয়। দু'বছর যেতে না যেতেই তখতানি পরিবারে আগমন ঘটে আরেক নতুন সদস্যা মিরায়ার। বছরের শুরুতেই এষা-ভরতের সম্পর্কে তিক্ততার জল্পনা শোনা যাচ্ছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে তাতে সিলমোহর পড়ে। সংবাদমাধ্যমে দেওয়া যৌথ বিবৃতিতে এষা-ভরত জানান তাঁরা বন্ধুত্বপূর্ণভাবেই আলাদা হয়েছেন।

শিবপ্রসাদকে স্নেহের চুমু রাখী গুলজারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ জানুয়ারি মাসেই কলকাতায় শুটিং করে গিয়েছিলেন রাখি গুলজার। বাঙালি খানাপিনা, ঝরেঝরে বাংলা সংলাপ, কলকাতার শাড়ি, ভিক্টোরিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়া, প্রবীণ বঙ্গকন্যা যেন সেটে 'ষোড়শী'র মতোই ছুটে শুটিং করেছিলেন। দীর্ঘ একুশ বছর বাদে, বাংলা সিনেমার পর্দায় তাঁর প্রত্যাবর্তন। কবে আসছে 'আমার বস'? সোম সকালে ছবির মোশন পোস্টার শেয়ার করে সেই আপডেট দিল উইন্ডোজ। সেই পোস্টারে দেখা গেল, শিবপ্রসাদের কপালে মাতৃস্নেহের চুম্বন এঁকে দিচ্ছেন রাখি গুলজার। গরমের ছুটি মানেই সপরিবারে প্রেক্ষাগৃহে নন্দিতা-শিবপ্রসাদের ছবি দেখতে যাওয়া। আম বাঙালি দর্শকের নাড়ি বুঝে তাঁদের হলমুখো করার যে ট্রেন্ড সেট করেছেন টলিপাড়ার হিট মেশিন জুটি। তা এবারেও বহাল। উইন্ডোজ-এর ঘরের প্রযোজিত 'দাবাড়ু' প্রেক্ষাগৃহে আসছে মে মাসে। আর নন্দিতা-শিবপ্রসাদ পরিচালিত 'আমার বস'-এর শুভমুক্তি ২১ জুন। সোম সকালে ফের গ্রীষ্মকালীন উপহার নিয়ে হাজির পরিচালক জুটি। ২০ দিনের শিডিউলে কলকাতায় 'আমার বস'-এর শুটিং শেষ করেছিলেন রাখি গুলজার। কলকাতায় তাঁর প্রিয় স্ট্রিটফুড ফুচকা থেকে শাড়ি সবকিছুর খোঁজ নিয়েছিলেন মনে করে। এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌরসেনী মিত্র, টেলি অভিনেত্রী শ্রুতি দাসরা। পরিচালনার পাশাপাশি শিবপ্রসাদ নিজেও অভিনয় করেছেন এই ছবিতে। আগামী ২১ জুন পর্দায় দেখা যাবে 'আমার বস'-এর দাপট। প্রসঙ্গত, নন্দিতা-শিবুর হাত ধরেই বহুদিন বাদে বাংলা ছবিতে প্রত্যাবর্তন ঘটল রাখি গুলজারের। বহু বছর আগে বাংলায় তাঁকে ঋতুপর্ণ ঘোষের 'শুভ মহরত' ছবিতে পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া গৌতম হালদারের 'নির্বাণ' ছবিতে থাকলেও বেশি দর্শকের দেখার সুযোগ হয়নি। কারণ, সেই সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। সেই অর্থে 'শুভ মহরত'-এর পর 'আমার বস' ছবি দিয়েই বাংলার প্রেক্ষাগৃহে প্রত্যাবর্তন ঘটল রাখি গুলজারের।

রিস্ক নিয়েও দারুন খুশি অঙ্কুশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ এপ্রিলঃ 'মির্জা: পার্ট ১ জোকার' নিয়ে নানা কথা হয়েছে। তাঁর জবাবও দিয়েছেন অঙ্কুশ হাজরা। এই প্রথমবার নিজের প্রযোজনায় সিনেমা তৈরি করেছেন। সাধ্যের বাইরে গিয়ে টাকা খরচ করেছেন দর্শকদের ভালো ছবি উপহার দেওয়ার জন্য। কত টাকা ঘরে ফিরল? তা জানালেন তারকা। নিজেকে আবার 'নন সুপারস্টার'ও বললেন তিনি। ইদের বক্স অফিসে ভালো সাড়া পেয়েছে 'মির্জা'। তবে ছবি নিয়ে আবার কেউ কেউ সমালোচনাও করেছেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের দেওয়া বিবৃতিতে অঙ্কুশ লেখেন, "একজন নন সুপারস্টারের মাস কমার্শিয়াল ফিল্ম মির্জা। এমন একটি GENRE যেটাকে মানুষ প্রায় তকমা লাগিয়ে দিয়েছে, আর হয়তো ফিরবে না। সেই ছবিকে ভরসা করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এমন কিছু থিয়েটার ভরিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ যেসব জায়গায় এই ধরনের ছবিকে একটু নাক, ভুরু কুঁচকে দেখা হয়।" প্রযোজক হিসেবে তাঁর স্বপ্নকে কিছুটা সফল হয়েছে। এর জন্যও ধন্যবাদ জানান অঙ্কুশ। জানান এই লড়াই লড়ে যেতে হবে। 'বাংলা মাস কমার্শিয়াল' সিনেমার স্বর্ণযুগ পুরোপুরিভাবে ফিরিয়ে আনার জন্য। অভিনেতা-প্রযোজক জানান, প্রথম সপ্তাহে মির্জা ৭৫ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছে। আর স্যাটেলাইট রাইট থেকে যা পাওয়া গিয়েছে তাতে অঙ্কুশের বিনিয়োগ করা অর্থের ৬০ শতাংশ পাওয়া গিয়েছে। তারকা লেখেন, "আমার বলতে বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই যে শুধু থিয়েটার থেকে আমার পুরো লগ্নি করা টাকা হয়তো উঠবে না, কারণ মির্জা অনেকটাই বড় বাজেটের ছবি এখনকার মার্কেট অনুযায়ী। কিন্তু যে ভরসা দর্শক আমাকে দেখিয়েছে আমি তাতে ভীষণ খুশি। মির্জা আমার ঘরে টাকা ফেরানোর উদ্দেশে করা ছবি না। মির্জা মানুষের মনে বাংলা বাণিজ্যিক ছবির প্রতি ভরসা ফেরানোর উদ্দেশে করা ছবি। তাই এই প্রশ্নটা আমি আমার দর্শক বন্ধুদের দিকেই ছুঁড়ে দিলাম। যারা যারা মির্জা দেখেছো তোমাদের চোখে মির্জা কী?" প্রযোজক বলছেন আমি নিশ্চিত ভাবে এক বছর বা দু-বছর পর মির্জা টু নিয়ে আসব।